একই দিনে ৫ মামলায় ছয় আসামির কারাদণ্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে সড়ক পরিবহন আইন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় দায়ের করা পাঁচটি মামলায় ছয় আসামিকে জেল-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এসকল আদেশ দেন।
প্রথম মামলায়, সড়ক পরিবহন আইনের মামলায় মো. রোকনুজ্জামান রোকনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়, মাদক মামলায় মো. রুহুল আমিনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ছয় টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
তৃতীয়, মারধর মামলায় মো. শাফায়েত মোল্লাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ মামলায়, মারধর মামলায় মো. জুয়েল রানা ও মো. কিফাজ উদ্দিন কিপাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম মামলায়, হামলার মামলায় মো. আল মামুনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পেশকার নিহত মমিনুল ইসলামতার মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে গাংনী উপজেলার চেংগাড়া বাজার ব্রীজের কাছে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী ও বেপরোয়া গতিতে চালানো ইটবোঝাই শ্যালো ইঞ্জিনচালিত স্টিয়ারিং গাড়ি তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কায় তিনি মোটরসাইকেলসহ সড়কে পড়ে গেলে গাড়িটি তার ডান পা ও কোমরের ওপর দিয়ে চলে যায়, ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৩ আগস্ট মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এএসআই মাহাতাব উদ্দিন মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মো. রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তার করেন।

তল্লাশি চালিয়ে তার পরিহিত লুঙ্গির ভেতর থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তৃতীয় মামলার বিবরণে জানা যায়, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর পরিবারের সঙ্গে আসামিদের বিবাদ ও মারধরের ঘটনা ঘটে। আসামিরা লোহার রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বাড়িতে ঢুকে বাদীর স্বামীকে পিটিয়ে জখম করে, তার নগদ ৩০,০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বাদীর শ্বাশুড়ি মোছা. সাজেদা খাতুনকেও মারধর করা হয়।

চতুর্থ মামলার বিবরণে জানা যায়, বাদীর স্ত্রীর রান্নার চাল ধোয়া পানির সামান্য অংশ আসামির বাড়ির দিকে গেলে এ নিয়ে বিবাদ ও হামলার ঘটনা ঘটে। আসামিরা লোহার রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বাদীর বাড়িতে প্রবেশ করে তাকে এবং পরিবারের সদস্যদের এলোপাতাড়ি মারধর করে, এতে তারা গুরুতর আহত হন।

পঞ্চম মামলার বিবরণে জানা যায়, এক দল আসামি ধারালো দা, হাসুয়া, রড ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বেআইনি জনতাবদ্ধে বাদীর বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় ১নং আসামি মো. আল মামুন ধারালো হাসুয়া দিয়ে বাদীর মুখে ও চোখের পাশে কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে, অন্য আসামিরা বাঁশ ও রড দিয়ে বাদী ও তার স্ত্রীকে মারধর করে।

মামলাগুলোর তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। সাক্ষ্য ও প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামিদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দরিদ্র দুস্থ ও

অসচ্ছল মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দরিদ্র দুস্থ ও অসচ্ছল মানুষ দের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন।

সোমবার বেলা ১০ ঘটিকা ও বেলা ৩:৩০ ঘটিকার সময় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক এই প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৩৫০ পরিবারের দরিদ্র অসচ্ছল পরিবারের মানুষদের মাঝে এই প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার অসচ্ছল দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভীন, এনডিসি আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর বৃন্দ।

এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী ভোগকারী দুস্থ ও অসচ্ছল পরিবারের লোকজন।

দুই ঘন্টা বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট, ভেতরে আটকা অসংখ্য ক্রেতা

কুষ্টিয়ায় দোকান বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগে মৌ ফ্যাশান নামে এক দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও সরকারি নির্দেশনা না মানায় বিভিন্ন দোকান মালিককে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া মার্কেটে অবস্থিত মৌ ফ্যাশন নামক তিন তলা বিশিষ্ট বস্ত্রবিতানের ভিতরে অসংখ্য ক্রেতা ঢুকিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এমন অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়েই সেখানকার ২১ জন কর্মচারী, মালিক ও অসংখ্য ক্রেতা সহ তিন তলার প্রতিটি দরজায় বাহিরে থেকে তালা লাগিয়ে দোকানের অপর একজন মালিক পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকার পর দোকান মালিক সমিতির নেতাদের সাথে করে সেই দোকান মালিক এসে দোকান খুললে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন দোকানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে পড়া অসংখ্য ক্রেতা সাধারন। তাদেরকে প্রায় দুই ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করা হয়।

এমন অমানবিক কার্যক্রম ও সরকারি আদেশ অমান্য করে গণজমায়েত করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দোকান মালিককে দন্ডবিধি, ১৮৬০ আইন এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন শপিংমল, বস্ত্রবিতান ও কসমেটিকস

সামগ্রীর দোকানে করোনা বিস্তারোধকল্পে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণে ভোর ৬ টা হতে এই অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ জন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে আরও ২৪ হাজার টাকা সহ মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।